

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩১১৫

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

লোকভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন রাজ্যপাল



রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে আগরতলার লোকভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-এর ১৩৮তম পর্ব শোনে। লোকভবনে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের সদস্য, নিরাপত্তারক্ষী এবং সিআরপিএফের জওয়ানদের সঙ্গে রাজ্যপাল মনোযোগ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আধিকারিক, কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং নিরাপত্তারক্ষীরা একসঙ্গে 'মন কি বাত'-এর সঙ্গে যুক্ত দেশব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পাশাপাশি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক অবদান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনা ও তা উপলব্ধি করারও সুযোগ তৈরি হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, সাফল্য এবং বিভিন্ন উদ্যোগের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠান জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও তুলে ধরে এবং নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক থাকার পাশাপাশি দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে।

রাজ্যপাল বলেন, 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে নাগরিকদের, বিশেষ করে যুবসমাজকে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। 'নেশামুক্ত ভারত' সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, দেশকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় নাগরিকদের এগিয়ে আসতে এবং অবদান রাখতে প্রধানমন্ত্রী বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মানুষের প্রতি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। রাজ্যপাল 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে 'এক জেলা, এক পণ্য' (ওডিওপি) উদ্যোগকে আরও প্রসারের ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপের কথাও তুলে ধরেন। তিনি ত্রিপুরার মানুষকে রাজ্যের অন্যান্য পণ্যগুলিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সেগুলির পরিচিতি বাড়ানোর জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল ত্রিপুরার সমৃদ্ধ বাঁশ সম্পদ ও ঐতিহ্যবাহী বাঁশজাত পণ্য, পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং দেশীয় খাদ্যপণ্যগুলির প্রচার ও প্রসারের জন্য রাজ্যের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ. কে. চাকমাও উপস্থিত ছিলেন। আজ লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
